দৈনিক সংবাদ

8

তারিখ 01 DEC 1988
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, ১ জন নিহত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ।। ঢাকা কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দুগ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে আবদুল করিম ডাবলু (২৩) নামে এক ছাত্রলীগ নেতা গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। প্রতিপক্ষের চাপাতির কোপে আহত হয়েছে ৪/৫ জন।

গতকাল সোমবার বিকেলে কলেজের ডিগ্রি হোস্টেলের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ছাত্রলীগ নেতা ডাবলু ঢাকা কলেজের মনোবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র ছিল। তার বাবার নাম ফজলুল করিম। লালবাগের তারা মসজিদ এলাকায় ১৩/২, আবুল খয়রাত রোডে তাদের বাসা। আহতদের মধ্যে বাবু, মনির ও শামসুদ্দিন লাবলুকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তারা চাপাতির কোপে আহত হয়েছে। আহত শামসুদ্দিন লাবলু ঢাকা মহানগর (উত্তর) ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক।

গতকাল বিকেল ৪টার দিকে ঢাকা কলেজ ডিগ্রি হোস্টেলে অবস্থান নেয়া ছাত্রলীগের মোস্তাক গ্রুপ কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ অন্য নেতা-কর্মীদের সাথে বৈঠক করার সময় সুজন গ্রুপ হামলা চালায়। সুজন গ্রুপকে গত রোববার রাতে কলেজ ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়া হয়। তারা বন্দুক, চাপাতি, রড ও হকিস্টিক নিয়ে হামলা চালালে দুগ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। সংঘর্ষ ডিগ্রি হোস্টেল এলাকা ছাড়িয়ে পুকুর পাড়ে কলেজের মাঠ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। দুগ্রুপের মধ্যে প্রায় ২০/২৫ রাউন্ড গুলিবিনিময় হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্ররা জানায়।

সুজন গ্রুপ মোস্তাক গ্রুপের সামনে টিকতে না পেরে পিছু হটে যাওয়ার সময় গুলি করতে করতে কলেজ ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। এ সময় তাদের গুলিতে কলেজ পুকুর পাড়ে ছাত্রলীগ নেতা আবদুল করিম ডাবলু বুকে গুলিবিদ্ধ হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর বিকেল সোয়া ৫টার দিকে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সুজন গ্রুপ হামলা চালিয়ে প্রথমেই ডিগ্রি হোস্টেলের সামনে অবস্থানরত প্রতিপক্ষ গ্রুপের সদস্যদের চাপাতি দিয়ে কোপাতে শুরু করে। চাপাতির কোপে বাবু, মনির ও লাবলুসহ ৪/৫ জন আহত হয়। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ধানমন্ডি থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হয়। কলেজ ক্যাম্পাসে ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে। হোস্টেল ও ক্যাম্পাস এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

কলেজ সূত্র জানায়, গত দুদিন ধরেই ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের দুটি গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির একজন নেতা ও ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগের একজন সাবেক সভাপতি ওই দুটি গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ করে।

সুজন গ্রুপ ডিগ্রি হোস্টেলে থেকে নিউ মার্কেট, গাউসিয়া ও এলিফ্যান্ট রোড এলাকায় চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করত। প্রতিপক্ষ মোস্তাক গ্রুপ চাঁদাবাজিতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য গত শনিবার ডিগ্রি হোস্টেলে অবস্থান নেয়। রোববার রাতে তারা সুজন গ্রুপকে ডিগ্রি হোস্টেল থেকে বের করে দেয়। তারই জের হিসেবে গতকাল বিকেলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা কলেজের বেশ কয়েকজন ছাত্র জানায়, ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের দুটি গ্রুপের অধিকাংশ সদস্যই বহিরাগত। এলিফ্যান্ট রোড এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের নিয়ে সুজন গ্রুপ ক্যাম্পাসে অবস্থান করত। অপরদিকে মোস্তাক গ্রুপ লালবাগ ও ধানমন্ডি এলাকার সন্ত্রাসীদের সমন্বয়ে গঠিত বলে তারা জানায়।